গ্লোবালাইজেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়
ছাত্ররাজনীতির ভূমিকা

গ্লোবালাইজেশন শব্দটা 'ইদানীং বহুল আলোচিত আর দশটি শব্দের মতোই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে স্থান করে নিয়েছে। বুঝে হোক, না বুঝে হোক মানুষ ক্রমাগত এর ভিতরের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করছে এবং সব সময় যে এটা একাডেমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকছে তা নয়, বরং প্রায়শই আড্ডার বিষয়বস্তু হিসাবেও এটি চলে আসছে বিদগ্ধ জনের মাঝে। তবে যেটি লক্ষ্য করার মতো, তা হলো, অনেকেই ভাবছে গ্লোবালাইজেশন আসছে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো এবং পূর্বপ্রস্তুতি না নিলে এর ধ্বংসলীলা হতে রক্ষার কোন উপায় নেই। আবার অনেকে ভাবছে, এটি বিশ্ব পুঁজিবাদের চাপিয়ে দেয়া একটি বিষয়, যা থেকে ইচ্ছা করলেই আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারি। যদিও এই লেখার উদ্দেশ্য গ্লোবালাইজেশন সংক্রান্ত কোন বিতর্কে অংশগ্রহণ করা নয়, তথাপি যে বিষয়বস্তুর গভীরে যাওয়ার জন্য এই লেখার অবতারণা, তাতে গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে একটা ধারণা না নিয়ে সামনে এগুনো বোধ করি ঠিক হবে না।

বিশ্বে বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে যে বিতর্ক চলছে তাতে একটা বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, উন্নয়ন হতে হবে টেকসই। আর এখানেই এসে যাচ্ছে পরিবেশের ভূমিকা। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তখনই টেকসই বলা যাবে, যখন তা পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধন না করে অথবা ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করে অর্জিত হয়। আর এই উন্নয়ন তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ অর্থাৎ ব্যক্তি। আবার মুক্ত বাজার অর্থনীতি যেমন একদিকে ক্রেতা হিসাবে ব্যক্তি মানুষের অধিকার বা পছন্দকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে, অপরদিকে শ্রম বা মেধার বিক্রেতা হিসাবে তাকে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত পেশা বেছে নেয়ার অধিকার বা স্বাধীনতা। একটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজার অর্থনীতির সম্ভাব্যতা নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, এটা অনস্বিকার্য যে, ভোক্তার অধিকার রক্ষায় এর ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই। অপরদিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং বিশ্বব্যাপী চলমান পরিবেশ আন্দোলন অথবা মানবাধিকার আন্দোলনের একটাই লক্ষ্য আর তা হলো, ব্যক্তি মানুষের সম্ভাবনাপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। গ্লোবালাইজেশন এই সব কিছুরই একটা সম্মিলিত প্রয়াস মাত্র। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দাপটই বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য, কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তথ্যের অবাধ প্রবাহ

বাহাদুর বেপারী

কিংবা পরিবেশ বা মানবাধিকার আন্দোলন কোনটাই খুব একটা পিছিয়ে নেই। মোদ্দা কথা হলো, কোন আইনের জালে মানুষের সম্ভাবনাকে আর আটকে রাখা যাবে না। বিশ্বের যেখানেই তার সর্বোচ্চ ভূমিকা পালনের উপায় আছে, সেখানেই সে ছুটে যাবে মুক্ত বিহঙ্গের মতো।

ভূমিকায় আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করতে চাই। যখন ক্রমশ সমগ্র বিশ্ব গ্লোবালাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন কি দেখছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ কি রকম আর এর প্রকৃতিই বা কী? শিক্ষিত বেকারের কারণ কি? প্রকৌশল, চিকিৎসা ইত্যাদি হাতেগোনা কয়েকটি পেশার কথা বাদ দিলে বোধ করি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন স্তরেই ভবিষ্যত পেশা অথবা কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ততা নেই। প্রাথমিক শিক্ষায় যে ছাত্র ঝরে যাচ্ছে, সে তার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কোন পেশা বেছে নিতে পারছে না। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এমনটি উচ্চতর শিক্ষা শেষে কৃতকার্য অথবা অকৃতকার্য নির্বিশেষে কেউই কোন নির্দিষ্ট পেশার উপযোগী হয়ে তৈরি হতে পারছে না। অথচ কর্মক্ষেত্রে তাকে প্রবেশ করতে হচ্ছে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়ে। যে স্তরেই লেখাপড়া শেষ করুক না কেন, কোন পেশা সম্পর্কেই ন্যূনতম ধারণা দেয়া হচ্ছে না বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়। কাজেই শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবলমাত্র সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের অর্থনীতির বিরাট খাত কৃষি। আর সেই কৃষিতে দক্ষ পেশাজীবী যেমন কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষিশ্রমিক, কৃষি মার্কেটিং আর ব্যবস্থাপনা সৃষ্টিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় খাত বলে খ্যাত গার্মেন্টস শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পেশা, চামড়া, চা, মৎস্য, হিমায়িত খাদ্য, টেক্সটাইল, পর্যটন ইত্যাদি কোন পেশার জনবল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করছে না। এমনকি যেটা বলা হয়ে থাকে যে, এটা হলো কেরানী তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থা, মনে হয় সেটাও ঠিক নয়। কারণ ফাইলে নোট দেয়া যে কেরানীর কাজ, সেটাও তাকে রপ্ত করতে হয় চাকরিকালীন সময়ে। তাহলে জাতীয় বাজেটে সিংহভাগ অর্থ খরচ করে আমরা কি রিটার্ন পাচ্ছি। হাজার হাজার ছাত্র প্রতি বছর শ্রম বাজারে আসছে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যত সামনে নিয়ে। যে যেভাবে পারছে পেশা বেছে নিচ্ছে এবং সেভাবেই নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করছে। ফলে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার পেশাজীবী কোন সেক্টরেই ডেভেলপ করতে পারছে না। ক্ষতি হচ্ছে উৎপাদনশীলতার, ক্ষতি হচ্ছে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির।

অথচ গ্লোবালাইজেশন আসছে। এটা আসছে ঝড়ের গতিতে। আমরা এটাকে দু'ভাবে নিতে পারি। এক. ঝড়ের মধ্যে অনেকে যেভাবে বাঁচার চেষ্টা করে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, সেভাবে। দুই. ঝড়ের গতির বিপরীতে টিকে থাকার মতো যথেষ্ট মজবুত খুঁটি সমেত ঘর তৈরি করে এবং ঝড়ের গতিকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদন করে। প্রকৃতির ঝড় একসময় থেমে যায়, কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের যে ঝড় আসছে তা কখনই থামবে না। কেবল আমাদের জন্য নয়, বিশ্বের সকল দেশের জন্যই দ্বিতীয় পথটি বেছে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। 'নো অপসন'। আসলে গ্লোবালাইজেশন যে কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ, তা কিন্তু নয়। বরং এটি একটি সম্ভাবনাও। আমরা যদি প্রস্তুত হতে পারি, তবে সে গতিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করা সম্ভব।

বর্তমানের আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে গ্লোবালাইজেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মোটেই উপযুক্ত না সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। গ্লোবালাইজেশনে টিকে থাকার প্রথম শর্তই হলো উপযুক্ত এবং কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এমন ব্যবস্থা, যা অর্থনীতির প্রতিটি স্তরের যাচিত পেশাজীবী তৈরিতে সক্ষম হবে। এর মধ্যে কিছু হবে বিশ্বমানের, যারা কিনা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিশ্বের সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। এটা কি করে অর্জন করা সম্ভব, তা বোধ করি স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সঠিক হবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্তন জোরেশোরেই আনা দরকার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ইন্টার্নিশিপ চালু করা, যাতে করে ছাত্ররা বাস্তব পেশার সাথে অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয় করতে পারে। বিভিন্ন পেশার দক্ষ ব্যক্তিদের সাথে ছাত্রদের মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা, বাস্তব চাহিদার উপযোগী পাঠ-কারিকুলাম এবং সে মোতাবেক আসন বণ্টন করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে যাতে করে সমাজের বিভিন্ন পেশার দক্ষ মানুষজন এর শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে স্বচ্ছন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর আন্তর্জাতিক মানের পেশাজীবী হিসাবে ছাত্রদের প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজন তথ্যের অবাধ প্রবাহকে ছাত্রদের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা। ইন্টারনেট হতে পারে উপযুক্ত মাধ্যম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিজস্ব সার্ভার দ্বারা ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকা আবশ্যকীয় করতে হবে। একই সঙ্গে সকল ছাত্রকে কম্পিউটারের সাধারণ প্যাকেজ পরিচালনায় দক্ষ করে তুলতে হবে। ওপরে যা বলা হলো, তার সবই প্রস্তাবনা। বাস্তবে কি করতে হবে তা যোগ্য ব্যক্তিরাই ঠিক করে নেবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে গ্লোবালাইজেশন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কি ভূমিকা পালন করবে? এর কোন সোজাসাপ্টা জবাব নেই। যদি আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ পেশাজীবী গড়ে তুলতে পারি, এটা নিশ্চিত বলা যায়, কর্মসংস্থানে গ্লোবালাইজেশন একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে। মনে রাখা দরকার, গ্লোবালাইজেশনের কারণে সারা বিশ্ব পেশাজীবীদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এখন প্রয়োজন বিশ্বমানের এবং বিশ্ববাজারের চাহিদা উপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলা। এখনই আমাদের ছেলেরা স্বচেষ্টায় যতটুকু অর্জন করেছে বিশ্ববাজারে, তা নিশ্চিতভাব প্রমাণ করে আমাদের যোগ্যতার। যদি তাদেরকে দেয়া হয় আলোকবর্তিকা, নিঃসন্দেহে তারা বিশ্ব জয় করে ফিরবে। আর বিপরীত চিত্র অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশনের প্রস্তুতিতে ব্যর্থতা বেকারত্ব আর হতাশায় নিমজ্জিত করবে গোটা জাতিকে।

গ্লোবালাইজেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাই চাই একটা ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন। কিন্তু বর্তমানের ছাত্র রাজনীতি কি সেই চ্যালেঞ্জের সুফল প্রাপ্তিতে ছাত্র সমাজকে প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত? নাকি আশির দশকে শুরু হওয়া সামরিক স্বৈরাচারদের রাজনীতির শিকার তথাকথিত স্লোগানসর্বস্ব, অন্তসারশূন্য তত্ত্বের কচকচানিতে ব্যস্ত অথবা হিরোইজম, অর্থ, ক্ষমতা আর অস্ত্রবাজিতে নিয়োজিত? কি দেখা যায় আজ ছাত্ররাজনীতিতে? কেন আজ বিভিন্ন মহল থেকে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবি উঠছে? তবে কি ছাত্ররাজনীতি স্বাধীন জাতির উপযোগী সঠিক ধারার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ নয়?

অর্ধশতক আগে জাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধানের আন্দোলনে, তিন দশক আগে জাতির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্ররাজনীতি পালন করছে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা। ফলে জাতি-মানুষ এগিয়ে এসেছিল ছাত্রদের পাশে।

আজ আবার সময় এসেছে ছাত্ররাজনীতির নতুন ভূমিকা পালনের। আর সেটা হলো গ্লোবালাইজেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ছাত্রদের প্রস্তুতির বিষয়ে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা। এ আন্দোলন হবে শিক্ষামুখী, কর্মমুখী তথা নতুন বিশ্বকে জয় করার মানসিকতায় প্রদীপ্ত সংগ্রাম। বিশ্বমানের পেশাজীবী হিসাবে গড়ে ওঠার পথের বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধেই গড়ে তুলতে হবে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাতির প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এবং বিভিন্ন সময়ে জাতির চাহিদা অনুযায়ী সঠিক ভূমিকা পালনে পরীক্ষিত একটি সংগঠন। যেমনটি ভাষা আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে আর স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রলীগ পালন করেছে তার সঠিক ভূমিকা, তেমনি একবিংশ শতাব্দীতে গ্লোবালাইজেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ছাত্রদের প্রস্তুতির বিষয়ে সঠিক আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারেও বদ্ধপরিকর। আমাদের সামনে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আর জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব। জাতির জন্য একটি সুন্দর এবং সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যত নির্মাণে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি যখন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা বলেন, যখন কম্পিউটার শিল্পের বিকাশে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেন, যখন তিনি ভোর থেকে রাত অবধি নিরলস পরিশ্রম করছেন, তখন আমরা বুঝি কি আমাদের দায়িত্ব। ছাত্রলীগ এমন একটি ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, যা ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে আবারও ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসতে মানুষকে বাধ্য করবে। আবারও জাতি আশায় বুক বাঁধবে সুন্দর আর সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যতের জন্য। সেই ভবিষ্যত অতি নিকটে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমাদের শুধু নিতে হবে প্রস্তুতি।

MAR 3 1999